যুগান্তর

তারিখ 07 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

৪০
শিক্ষক

বৃহস্পতিবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় শিক্ষককে আদালতে হাজির করা হয় — যুগান্তর

রাবির আটক ৬ শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হচ্ছে : ভিসি

বিবিসি/রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম আলতাফ হোসেন বলেছেন, সম্প্রতি ছাত্র বিক্ষোভে উস্কানির অভিযোগে আটক ৬ শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গতকাল বিবিসিকে তিনি এসব কথা বলেন।

উপাচার্য বলেন, পুলিশ কাস্টডিতে যদি কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী আটক থাকেন তাহলে দেশের আইন অনুযায়ী সেদিন থেকেই তাকে সাসপেনশনে দেয়া হয়। এরকম নজির রয়েছে। তিনি বলেন, এর আগে মিয়া মহিউদ্দিন, ড. গালিবকেও সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তাহলে এর মাধ্যমে কি এটাই প্রমাণ হয় না যে, আইনের চোখে দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগে তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চোখে অপরাধী প্রমাণিত হলেন? বিবিসির এ প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, না এতে তা প্রমাণ হয় না। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে আছে, কাস্টডিতে গেলেই তাদের বরখাস্ত করা যাবে। ড. গালিব আড়াই বছর ধরে জেলে রয়েছেন। তার ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয় একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে যদি আটক এই ৬ শিক্ষক নির্দোষ প্রমাণিত হন তাহলে তাদের বিচারাধীন সময়ের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। উপাচার্য বলেন, সিন্ডিকেট শিগগিরই বৈঠক করে তাদের বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি বলেন, যেহেতু

সাসপেন্ড : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

সাসপেন্ড : ৬ শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আইনেই তাদের বরখাস্ত করার বিধান রয়েছে সেহেতু কোন সিন্ডিকেট সদস্য এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবেন বলে তিনি মনে করেন না। তাদের বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বিধিসম্মত কিনা তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শরীফ উল্লাহ ভূঁইয়া গতকাল বিবিসিকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আইন লংঘন করলে কর্তৃপক্ষ যে কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তবে রাষ্ট্রীয় আইন লংঘন করলে কর্তৃপক্ষ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তিনি বলেন, '৭৩ সালের মতপ্রকাশ বিষয়ক অধ্যাদেশ অনুযায়ী শিক্ষকদের রাজনৈতিক দলেও যোগ দেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তাদের বিরুদ্ধে জরুরি বিধিমালা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইনের বিধানের ক্ষেত্রে সংঘটিত কোন অপরাধ সেটি নয়। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে ঢাবি অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কিন্তু তাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত করেনি

এদিকে ২২ আগস্টের ঘটনায় দায়েরকৃত দুটি পৃথক মামলায় গ্রেফতার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ অধ্যাপক ও এক কর্মকর্তাকে কারাগারে ডিভিশন দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার দুপুরে মামলার নির্ধারিত দিনে তাদের আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় আটক অধ্যাপক ও কর্মকর্তার আইনজীবীরা ডিভিশনের আবেদন জানালে রাজশাহী দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক ফজলুল করিম চৌধুরী এ নির্দেশ দেন। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর মামলার চার্জ গঠনের পরবর্তী দিন ধার্য করেছেন আদালত।